বাংলার বাণী

তারিখ 24 SEP 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

অস্ত্রের মুখে মধুর ক্যান্টিন থেকে ছাত্র নেতাদের বের করে দেয়া হয়েছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার সন্ত্রাস ।। অস্ত্রের মহড়া গুলী একজন ছুরিকাহত

গতকাল সোমবার দুপুরে কার্জন হল এলাকায় ছাত্রলীগ কর্মী জসিমউদ্দিনের হাতের রগ কেটে দেয়া হয় —বাংলার বাণী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আবার চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া, গুলিবর্ষণ, বোমাবাজিতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আতংকিত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল নজিরবিহীন সন্ত্রাস চালায়। তারা অস্ত্রের মুখে তাদের প্রতিপক্ষ সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধুর ক্যান্টিন থেকে বের করে দেয়। পরিস্থিতির আকস্মিক অবনতিতে শিক্ষক ও কর্মচারীরাও আতংকিত অবস্থায় রয়েছেন। যে কোন মুহূর্তে ক্যাম্পাসে বিরাট আকারের সংঘর্ষ ঘটতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবারো বন্ধ ঘোষণা করা হতে পারে।

দীর্ঘ ৪৭ দিন বন্ধ থাকার পর গত ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসবে এই ধারণা নিয়ে সাধারণ শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে যোগদান করে। সকল আশা আকাংক্ষাকে ভূলুন্ঠিত করে গতকাল ছাত্র নামধারী সশস্ত্র কর্মীরা দু'টি

শেষ পৃঃ ৫-এর কলামে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাইভেট কার যোগে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস চালায়। অস্ত্রধারীরা কার্জন হলে প্রবেশ করে ৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে ও বেশ কয়েকটি ককটেল ফাটিয়ে কার্জন হলে সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু করে। এ সময় তারা ফলিত পদার্থ বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র ও ছাত্রলীগ কর্মী জসিমউদ্দিনকে ছুরিকাঘাত করে। এক পর্যায়ে তার হাতের রগ কেটে দিলে তাকে আশংকাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের জরুরী বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়।

কার্জন হল থেকে বের হয়ে অস্ত্রধারীদের দু'টি প্রাইভেটকার (ঢাকা মেট্রো ভ-৬৯৩৬ ও ঢাকা-ঘ-১৩৪২) যোগে সায়েন্স এনেক্সে পৌঁছে ২ রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে। গুলীর শব্দ শুনে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ছুটোছুটি শুরু করে। সেখান থেকে প্রাইভেটকার দু'টি জগন্নাথ হলের সামনে গিয়ে চলন্ত গাড়ি হতে ১ রাউন্ড গুলী ছুঁড়ে প্রাইভেটকার দু'টি মধুর ক্যান্টিনে গিয়ে থামে। গাড়ি হতে একদল সশস্ত্র যুবক স্টেনগান, কাটা রাইফেলসহ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মধুর ক্যান্টিনের ভিতর প্রবেশ করে। তারা ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। এক পর্যায়ে অস্ত্র উচিয়ে ধরে মধুর ক্যান্টিনে বসে থাকা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীকে বের করে দেয়। এ সময় ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গোলাম মোস্তফা সুজন অস্ত্রধারীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়। তাদের এই অস্ত্র মহড়া চলাকালে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যাহত সন্ত্রাসের প্রতিবাদে গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা-অ) এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ছাত্রনেতা অসীম কুমার উকিল, জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু, এস এম কামাল হোসেন ও কামরুজ্জামান আনসারী। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ছাত্রলীগ সভাপতি শাহে আলম। এছাড়াও ছাত্রনেতা মনিরুজ্জামান বাদল, জসীমউদ্দীন, পংকজ নাথ, শাহ আলম, নির্মল গোস্বামী, মঞ্জুরুল হক লাবলু ও আফজাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে গতকালের সন্ত্রাসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা ইলিয়াছ আলী, সোহেল ও মানিককে দায়ী করে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রদল শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশকে বিঘ্নিত করার পাঁয়তারা শুরু করেছে। তারা বলেন, ছাত্রদলের সন্ত্রাসী চক্র সশস্ত্র সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা কলুষিত করার পাশাপাশি অর্জিত গণতন্ত্র নস্যাত করার ঘৃন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গতকাল দুপুরে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, গত ১৮ সেপ্টেম্বর সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের বৈঠকে ব্যক্ত সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারকে ধারণ করে বলেই ছাত্রলীগের অভিপ্রায় শান্তিপূর্ণসহ অবস্থান। তারা বলেন, ছাত্রলীগের এই সদিচ্ছাকে কেউ যদি দুর্বলতা ভেবে থাকে তারা মূর্খের স্বর্গেই বাস করছেন। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ অত্যন্ত দৃঢ়কন্ঠে বলে দিতে চায়, রক্তস্নাত ১০ দফা এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের ষড়যন্ত্রের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে ছাত্রলীগ প্রস্তুত। অব্যাহত সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আজ ছাত্রলীগের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

আমানের বিবৃতি

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের আহবায়ক আমানুল্লাহ আমান গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় আবারও বন্ধ করে দেয়ার হীন উদ্দেশ্যে ছাত্রলীগ উপর্যুপরি সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতায় এই চিহ্নিত গোষ্ঠী আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে এবং এনেক্স ভবনে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের উপর সম্পূর্ণ বিনা উস্কানিতে হামলা চালায়। এতে ছাত্রদলের অনেক নেতা-কর্মীরা আহত হয়। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে উক্ত দুর্বৃত্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেন। সাথে সাথে এই সন্ত্রাস এবং আবারও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের চক্রান্ত রুখে দাঁড়ানোর জন্য ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি আহবান জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাস ও মধুর ক্যান্টিনে হামলা চালিয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের অস্ত্রের মুখে বের করে দেয়ার প্রতিবাদে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে ছাত্রনেতৃবৃন্দ বলেন, এ ধরনের সশস্ত্র হামলা শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান আশংকাজনক পরিস্থিতিকে আরো সংকটের দিকে ঠেলে দেবে। নেতৃবৃন্দ সকল সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সকল সচেতন ছাত্র সমাজের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। বিবৃতিদাতারা হলেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (না-শ) সভাপতি নাজমুল হক প্রধান, সাধারণ সম্পাদক শফী আহমেদ, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক রাগিব আহসান মুন্না, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (সা-সা) সভাপতি সাত্তার খান ও কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লা, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতির সভাপতি আমিনুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আবু আসলাম মিন্টু, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদকমন্ডলী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি বেলাল চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন।

গভীর রাতে মহসীন হল ও জসীমউদ্দিন হল এলাকায় বেশ কয়েক... গুলী ও বোমা [illegible] ...য়।